বয়কট করা

বয়কটের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল ইহুদি, আমেরিকান, ইংরেজ বা যারাই ইহুদিদেরকে সাহায্য-সহায়তা করছে, সবাইকে বয়কট করা। চাই তা কোনো দেশ হোক কিংবা কোনো কোম্পানি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক কর্তব্য। এটা অত্যন্ত প্রভাবশীল এক কাজ। এর রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-বিষয়ক অনেক প্রভাব, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

বয়কট সম্পর্কিত ছোট্ট একটি পুস্তিকায় আমি বয়কটের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। সেই পুস্তিকায় আমি বয়কটের দশটা উপকারিতাও উল্লেখ করেছি। চাই সেটা স্থানীয় পর্যায়ে, ইসলামি অঙ্গনে, বৈশ্বিক ক্ষেত্রে কিংবা ইহুদিদের ক্ষেত্রেই হোক। আমি উল্লেখ করেছি, এ বয়কট অবশ্যই সেসব কোম্পানির ওপরও প্রভাব ফেলবে, যারা নিজেদেরকে বহুজাতিক কোম্পানি বলে দাবি করে থাকে। এই পুস্তিকায় আমি বয়কটের শরয়ি নীতিমালাও তুলে ধরেছি এবং আমাদের কর্তৃক তাদের পণ্য বয়কট এবং তাদের কর্তৃক আমাদের দেশ অবরোধের মাঝে পার্থক্যও বর্ণনা করেছি।

মানুষের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় ঘুরপাক খায়, আমি সেগুলোরও অনেকটার পর্যালোচনা করেছি। যেমন : কেউ কেউ বলে, এসব কারখানা ও কোম্পানিতে কর্মরত লোকেরা তো শতভাগ এদেশীয়। তাই এসব কোম্পানিকে বয়কট করার ফলে হাজারো

লোক বাস্তুচ্যুত হবে। কেউ কেউ বলে, (বয়কটের ফলে) রাষ্ট্রীয় মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেউ বলে, বয়কটের ফলে আমেরিকান জনগণ আমাদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে যাবে। কেউ বলে, আমেরিকান কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে। কেউ বলে, তাদের ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। কেউ বলে, আমি এই এই বিষয় ছাড়তে পারব না। এ ধরনের প্রচুর সংশয় ও আপত্তি রয়েছে। আমি এগুলোর পর্যালোচনা করেছি এবং বিস্তারিত জবাবও দিয়েছি। তেমনিভাবে আমি বয়কটের কিছু ধরন ও পদ্ধতি তুলে ধরেছি। আমি বয়কট সম্পর্কিত পুস্তিকাতে এই সবকিছুই উল্লেখ করেছি। তবে এখানে এই ছোট্ট কয়েক পৃষ্ঠায় সেগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরাটা অসম্ভব মনে করছি। তাই আশা করছি, আপনারা *বয়কট* পুস্তিকাটি দেখে নেবেন।[৪২]

বয়কটের উপকারিতা

নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগছে—

দীর্ঘ বয়কটের দ্বারা আমরা যদি নিজেদেরকে কষ্ট দিই, তাহলে পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর মতো এই বিরাট বিরাট কোম্পানির ওপর কি কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে? বিশাল এই কোম্পানিগুলোর শাখা-প্রশাখা পুরো পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে। এই কোম্পানিগুলোর সব ধরনের পণ্য রয়েছে। এদের একেকটা কোম্পানির অর্থনীতি (তাদের ভাষায়) তৃতীয় বিশ্বের একেকটা দেশের অর্থনীতির সমান! এত বিশাল বিশাল কোম্পানির ওপর আমরা কি কোনো প্রভাব ফেলতে পারব?

বয়কটের দ্বারা আমরা নিজেদেরকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে কি কোনো উপকারিতা আছে? নাকি এসব কেবলই অপচয়, অপচেষ্টা ও বিনষ্ট প্রচেষ্টা? এগুলো কি কেবলই ফালতু প্রয়াস?

আস্তে ভাই! শান্ত হোন! আপনার মেধা, বুদ্ধি ও হৃদয়টা নিয়ে একটু আমার সঙ্গে আসুন। আসুন, আমরা ভাবি, চিন্তা করি। আমি জানি, আপনাদের মনে অনেক সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। আপনারা এখানে সেখানে বিভিন্ন ধরনের উলটাপালটা কথাবার্তা, প্রভাব সৃষ্টিকারী বিতর্ক ইত্যাদি শুনে থাকতে পারেন। আর মানুষের মন এসব প্রভাব সৃষ্টিকারী কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।

আপনাদের যাদের মনে সংশয় যে, বয়কটের কী উপকারিতা আছে? শুধু শুধু নিজেদের কষ্ট দেওয়া ছাড়া বয়কট ফিলিস্তিনের জন্য, মজলুম মুসলিমদের জন্য কী উপকারে

---

[৪২] লেখক মহোদয় *আল-মুকাতআহ* তথা *বয়কট* নামে প্রায় ষাট পৃষ্ঠার একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমরা অধিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সেই পুস্তিকার শুধু 'ফাওয়াইদুল মুকাতআহ' তথা বয়কটের উপকারিতা অংশটা ঈষৎ সংক্ষেপে পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। —অনুবাদক।

আসবে?— এসব সংশয় নিরসনের লক্ষ্যে আমি নিম্নে বয়কটের দশটি উপকারিতা তুলে ধরছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, এসব জানার পর আপনাদের মনে যেন সামান্যতম সন্দেহ-সংশয়ও অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ যেন আপনাদের সবাইকে বয়কটের এই উপকারিতাগুলোর দ্বারা উপকৃত করেন।

বয়কটের দশটি উপকারিতা

প্রথম উপকারিতা

এসব কোম্পানির নিশ্চিত অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে।

আমাদের ধারণায় যদিও ক্ষতিটা খুব সামান্য; কিন্তু বাস্তবে খুব সামান্য নয়। বরং বয়কটের ফলে এসব কোম্পানির বিরাট ক্ষতি হবে। আসুন, ছোট্ট একটি হিসাব করি।

মুসলিম বিশ্বে বিপুল সংখ্যক ভোক্তা রয়েছে। মুসলিম বিশ্বে প্রায় ১৩০০ মিলিয়ন মুসলিমের বসবাস। ষাটটিরও বেশি দেশে এক মিলিয়ন করে মুসলিম রয়েছে। আমরা ধরে নিলাম, এই দেশগুলোর মধ্যে প্রতিটি দেশের শুধু অর্ধ মিলিয়ন মুসলিম ইহুদি ও পশ্চিমা কোম্পানিগুলোকে বয়কট করতে রাজি হলো।

এর মানে দাঁড়াল—১/২ মিলিয়ন × ৬০ দেশ= ৩০ মিলিয়ন মানুষ। আর গড়ে একটা পরিবারের সদস্য হয়ে থাকে পাঁচজন—কর্তাব্যক্তি, তার স্ত্রী ও তিনটি সন্তান। আমি জানি, অনেক যুবক আছে, যারা এখনও বিয়েই করেনি। (তাহলে তার পরিবারে পাঁচজন সদস্য হবে কীভাবে!) তবে এটাও নিশ্চিত যে, অনেক ব্যক্তির পাঁচ, ছয়, এমনকি দশটি সন্তানও রয়েছে।

অতএব, ৩০ মিলিয়ন × ৫= ১৫০ মিলিয়ন পুরুষ, নারী ও শিশু। অর্থাৎ, ১৫০ মিলিয়ন পুরুষ, নারী ও শিশু ইহুদি ও আমেরিকান পণ্য বয়কট করবে।

এটা কি এসব কোম্পানির নিশ্চিত ক্ষতি নয়?!

এই হিসাব তো হলো যদি প্রত্যেক লোক কেবল তার ছোট্ট পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু প্রত্যেকে যদি তার বাবা-মা, ভাই-বোন এবং বন্ধুবান্ধবদেরকেও বয়কটে রাজি করাতে পারে, তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে! এমতাবস্থায় বয়কটকারীদের সংখ্যা নিদেনপক্ষে দ্বিগুণ হয়ে যাবে! অর্থাৎ, ৩০০ মিলিয়ন ক্রেতা ইহুদি ও আমেরিকান পণ্য বয়কট করবে। এই সংখ্যাটা মুসলিম উম্মাহর মাত্র প্রায় ২৩% লোক।

এটা এক বিরাট ও জমকালো সংখ্যা। তবে এটা মোট মুসলিম জনগণের হিসেবে তেমন বেশি নয়। এখানে প্রত্যেক মুসলিম ভূখণ্ডের প্রথম অর্ধ মিলিয়ন লোকই গুরুত্বপূর্ণ।

এমনকি মুসলিম পরিবারগুলোর পাঁচ হাজার কর্তাব্যক্তিই যথেষ্ট! যাদের প্রত্যেকে একশ জন লোককে বয়কটের জন্য আহ্বান জানাবে। আপনারা কি একশ জনকে বয়কটের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারটাতে আশ্চর্য হচ্ছেন? ভাবছেন, একশ জনকে কীভাবে দাওয়াত দেবেন?! এটা কঠিন কোনো কাজ নয়। কারণ, আমাদের প্রত্যেকে প্রতিদিন একশ জনেরও বেশি লোকের মুখোমুখি হই। আপনি সপ্তাহে, মাসে কিংবা এমনকি বছরে একশ জন লোককে বয়কটের জন্য আহ্বান করুন।

- ✓ বয়কট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
- ✓ কোনো সভা-সমাবেশ বা আসরে, মসজিদে, মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে, কারখানায় কাজের ফাঁকে বা অবসর সময়ে সময় বয়কটের ব্যাপারে দুয়েক কথা আলোচনা করুন।
- ✓ আপনি যদি শিক্ষক হন, তবে আপনার ছাত্রদের সম্বোধন করে কথা বলুন, আপনি ডাক্তার হলে রোগীদের সম্বোধন করুন, ড্রাইভার হলে যাত্রীদের সম্বোধন করুন, ব্যবসায়ী হলে ক্রেতাদের সম্বোধন করুন আর ইঞ্জিনিয়ার হলে শ্রমিকদের সম্বোধন করে কথা বলুন।
- ✓ বয়কট সম্বন্ধে রচিত কোনো বই বিতরণ করুন কিংবা কোনো লিফলেট বিলি করুন।
- ✓ আপনার ঘরের আড্ডায় (বয়কট সম্বন্ধে আলোচনার জন্য) কোনো আলোচককে আমন্ত্রণ জানান।

এভাবে কাজ করতে থাকলে এক ব্যক্তি থেকে দু ব্যক্তি, দু ব্যক্তি থেকে চার ব্যক্তি, চার ব্যক্তি থেকে পর্যায়ক্রমে একশ ব্যক্তি, এমনকি এক সময় অর্ধ মিলিয়ন লোক বয়কট করতে সম্মত হয়ে যাবে। এটা ভুলে যাবেন না যে, প্রথম বৃষ্টি ফোঁটায় ফোঁটায়ই হয়; অঝোরে হয় না। (প্রথম সফলতা ছোট আকারেই আসে। তাই প্রথমে বেশি লোক বয়কটে সম্মত না হলেও আশাহত হওয়ার কিছু নেই।)

হ্যাঁ, প্রথমে কাজটা শুরু করা একটু কঠিনই। তবে অনেকগুলো লোক যখন কাজটা নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে, তখন কঠিনটাও সহজে পরিণত হবে, অসম্ভবটাও সম্ভবে পরিণত হবে। এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাজটা শুরু করে দেওয়া। আপনি অন্যদের থেকে এগিয়ে যান, অগ্রবর্তীতার মর্যাদা লাভ করুন; অন্যকে বয়কটের জন্য আহ্বান জানান, অন্য কেউ আপনাকে আহ্বান জানানোর অপেক্ষায় বসে থাকবেন না।

> 'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে

ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।' [সুরা হাদিদ : ১০]

অতএব, আমরা সবাই একমত যে, মুসলিমরা বয়কট করতে থাকলে এসব কোম্পানির লভ্যাংশ অবশ্যই কমে যাবে।

যদি তাদের লভ্যাংশ কমে যায়, তবে কী ঘটবে? তখন বড় দুটো ব্যাপার ঘটবে—

এক. এসব কোম্পানির লভ্যাংশ কমে যাওয়ার ফলে তাদের আমেরিকাকে প্রদেয় করের পরিমাণও কমে যাবে। আর এটা জানা বিষয় যে, আমেরিকা তাদের কর-শুল্ক থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির বড় একটা অংশ সরাসরি ইসরায়েলের সহায়তার জন্য পাঠিয়ে থাকে। পৃথিবীতে ইসরায়েলই আমেরিকার সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়ে থাকে। (তাই আমরা এসব কোম্পানিকে বয়কট করলে আমেরিকাও কর পাবে না, ইসরায়েলও আমেরিকার সহায়তা পাবে না।)

দুই. এসব কোম্পানির অনেকগুলো এমন রয়েছে যারা নিজেদের ওপর ধার্য করে নিয়েছে কিংবা তাদের ওপর ধার্য করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা তাদের লভ্যাংশের একটা কমিশন ইসরায়েলকে দান করবে। তাই লভ্যাংশ কমে গেলে ইসরায়েলকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণও কমে যাবে। (উদাহরণত যদি তাদের ওপর ৫% ধার্য হয়, তবে তাদের ১০০ টাকা লাভ হলে তারা ইসরায়েলকে দেবে ৫ টাকা, এক মিলিয়নে পঞ্চাশ হাজার, দশ মিলিয়নে পাঁচ লাখ, একশ মিলিয়নে পঞ্চাশ লাখ...! তাই আমরা যদি তাদেরকে লভ্যাংশ কম দিই, তবে তারাও ইসরায়েলকে কম দেবে। আমরা তাদেরকে একশ টাকা দিলে তারা ইসরায়েলকে পাঁচ টাকা দেবে; আমরা এক টাকাও না দিলে তারাও দিতে পারবে না। সুতরাং এর দ্বারা ইসরায়েল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)

অতএব, বয়কটের ফলে ইসরায়েলের সাহায্যে প্রেরিত সম্পত্তির পরিমাণ অনেক কমে যাবে। হ্যাঁ, এটাও সম্ভব যে, ইসরায়েলকে রক্ষার জন্য আমেরিকা নিজেকেই উজাড় করে দেবে। তবে এটারও একটা সীমারেখা থাকবে।

সারকথা হচ্ছে— আপনি যদি এসব কোম্পানিকে বয়কট করেন, তবে ইসরায়েল সেসব গুলি লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে, যা আপনার ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের বুক ঝাঁঝরা করে দিতে পারত!

একটি বা দুটি সড়কের মুসলিম কিংবা একটি বা দুটি শহরের মুসলিম যদি বয়কট করে, তবে তারা ইহুদিদেরকে একটা ট্যাংক লাভ করা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে।

আর একটি বা দুটি দেশের মুসলিম যদি বয়কট করে, তবে তারা ইসরায়েলকে অনেকগুলো যুদ্ধবিমান লাভ করা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে।

আর যদি পুরো মুসলিম উম্মাহ এসব কোম্পানিকে বয়কট করে ফেলে, তাহলে নিশ্চয়ই এরচেয়েও বড় কিছু হবে, ইসরায়েল এই সব অস্ত্রশস্ত্র থেকে বঞ্চিত হবে ইনশাআল্লাহ।

এতসব বিশ্লেষণ সত্ত্বেও আমি জানি, অনেকে আছে যারা বাস্তবিকই এসব কোম্পানি ও ইসরায়েলের ক্ষতি হবে কি না, এ ব্যাপারে এখনও সন্দেহ পোষণ করছে। তারা মনে করছে, আমাদের বয়কট করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। বিশেষত এ যুগে মুসলিমরা চূড়ান্ত মানসিক পরাজয়ের শিকার। কিন্তু সম্ভবত মুসলিমরাই পৃথিবীর একমাত্র জাতি, যারা নিজেদের শক্তির পরিধি সম্পর্কে জানে না। তবে আমরা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে না জানলে আমাদের শত্রুরা ঠিকই জানে। আমরা আমাদের শক্তির মূল্যায়ন না করলেও তারা ঠিকই মূল্যায়ন করে।

এ ব্যাপারে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

একবার আমেরিকার একটা প্রসিদ্ধ ক্রীড়া-সামগ্রী তৈরিকারী কোম্পানি আমেরিকায় বাজারজাত-করা তাদের খেলাধুলার জুতায় আল্লাহ তাআলার নাম লিখে দিয়েছিল। এর ফলে সেখানকার মুসলিমরা ক্রোধে ফেটে পড়ল। তারা এই কোম্পানিকে বয়কট করার সামান্য ইঙ্গিত দিলো। তখন সেই বিশাল কোম্পানির প্রত্যুত্তর কী ছিল?

তারা জানত যে, আমেরিকায় মুসলিমরা মাত্র ৮ মিলিয়ন; সেখানে ১৩০০ মিলিয়ন মুসলিম ছিল না। তারা এটাও জানত যে, আমেরিকার মুসলিমরা সংঘবদ্ধ নয়; তাদের এমন কোনো সংগঠন নেই, যার কথা তারা মানবে। এরপরও সেই কোম্পানি কী করল, দেখুন—

—একাধিক আমেরিকান পত্রিকায় তারা সরাসরি ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

—বিরাট লোকসান মেনে নিয়ে বাজার থেকে সকল জুতা উঠিয়ে নিলো।

—ইসলামি কেন্দ্রসমূহে বিশাল ধনসম্পত্তি অনুদান হিসেবে পেশ করল।

দেখুন, অত্যন্ত সীমিত মুসলিমদের সাধারণ বয়কটের ইঙ্গিতের দ্বারা এত বিশাল কোম্পানি কীভাবে ভয় পেয়ে যায়!

আরেকটা উদাহরণ—

আমরা সবাই দেখেছি, ফিলিস্তিনের ইন্তিফাদার শুরুর দিনগুলিতে মিশরে যখন বয়কটের চিন্তাচেতনা ছড়িয়ে পড়ল, তখন এসব বিরাট বিরাট কোম্পানি কী না করেছিল!

—সব জায়গায়, পত্র-পত্রিকায়, টেলিভিশনে, ইন্টারনেটে এবং স্টেশনে স্টেশনে তারা ঘোষণা দিলো যে, এই কোম্পানিগুলো শতভাগ মিশরি লোকদের দ্বারা পরিচালিত; তারা জনগণকে শান্তি ও আরাম দেওয়ার জন্য এবং তাদের সেবা করার জন্যই এ দেশে এসেছে।

—তারা ইসরায়েলকে সহায়তা করবে না বলে জোরদার প্রচারণা করল।

—তাদের পণ্যের মূল্য সীমাহীন হ্রাস করে ফেলল!

—সকল ক্রেতাকে উপহার দিলো।

—হাসপাতাল, গরিব, অসহায় ও পথশিশুদের জন্য অনেক অনুদান দিলো।

আমরা নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞেস করি, কেন তারা এতটা নরম হলো? কেন এতটা সহানুভূতি দেখাল?! কেনইবা এই মহৎঅনুভূতির ঢল নামল, যা তারা এতদিন নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিল?! তাদের লোভ-লালসা কীভাবে দয়ায় পরিবর্তন হলো? আশা-আকাঙ্ক্ষা কীভাবে দুনিয়াবিমুখতায় বদলে গেল? কৃপণতা কী করে বদান্যতায় রূপ নিলো?!

এখন কি এই দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বয়কটের সিদ্ধান্ত নেবে?!

আচ্ছা, তারা এসব কোম্পানিকে কেন বয়কট করবে? এটা কি তাদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়? তাদের কি নিজেদের জীবনের ব্যাপারে ভয় নেই?

(হ্যাঁ, ভয় আছে। এসব কোম্পানিকে বয়কট করলে আমাদের জীবন পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, কষ্টকর হতে পারে।) কিন্তু একইভাবে আমরা আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের জীবনের ভয়ে এবং আমাদেরও ভবিষ্যৎ জীবনের ভয়ে এই ইহুদি ও আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে বয়কট করব। তা ছাড়া আপনাকে কে বলবে, মুসলিমরা যদি ঐকান্তিকভাবে বয়কট করে ফেলে, তাহলে এসব কোম্পানি আরও বড় আকারে ফিরে আসবে, নাকি সব গুটিয়ে চলে যাবে?! অথচ মিসরিরা নিজ চোখে দেখেছে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের বয়কটের পর পশ্চিমা সুপার মার্কেটগুলো তাদের দোকানের দরজা বন্ধ করে চলে গেছে। অথচ তারা মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু পেশ করেছিল, প্রচুর মূল্যহ্রাসও করেছিল, যা জনগণের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। (কিন্তু এরপরও জনগণ কষ্ট স্বীকার করে বয়কট করায় তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।)

এই সবকিছু আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তাই বয়কট শুরু করে দেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।

এই হলো বয়কটের প্রথম উপকারিতা। অর্থাৎ, ইসরায়েলকে সহায়তাকারী কোম্পানির বিরাট আকারে লোকসান, যার ফলে ইসরায়েলের আয় অনেকাংশেই কমে যাবে।

দ্বিতীয় উপকারিতা

এই কোম্পানিগুলোর লোকসান ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার নগ্ন পক্ষাবলম্বনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

আমেরিকায় কংগ্রেসে ও প্রেসিডেন্ট পদে নীতি নির্ধারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নিজ নিজ পদে পৌঁছে থাকে। আর আমেরিকার শাসন পরিচালনায়

সেখানকার বেশকিছু প্রভাবশালী গ্রুপের প্রভাব থাকে। আমেরিকায় সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি এবং বিভিন্ন কোম্পানির মালিকদের সমন্বিত গ্রুপ; সেই কোম্পানিগুলো, যেগুলোকে বয়কটের ব্যাপারে আমরা ভাবছি। সুতরাং আমরা যদি বয়কটের মাধ্যমে এসব কোম্পানির লভ্যাংশের পরিমাণ অব্যাহতভাবে কমাতে থাকি, তবে নিঃসন্দেহে তারাও আমেরিকান সরকারকে (ইসরায়েলের পক্ষাবলম্বনের) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে।

অতএব, অর্থনৈতিক লোকসান বিশেষত এসব পুঁজিবাদী দেশে তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনেও প্রভাব ফেলবে। খোদ ইহুদি কোম্পানিগুলোই লোকসানে পড়লে ইসরায়েলকে বিক্রি করে দিতে পারে! কারণ, অর্থবিত্ত তাদের কাছে সবকিছুর চেয়ে অগ্রগণ্য। আপনারা সম্ভবত জানেন যে, অর্থকড়ির বিনিময়ে স্বয়ং ইহুদিদের পক্ষ থেকে সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দেওয়ার ফলেই বেশকিছু ফিলিস্তিনি গেরিলা অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে! তেমনিভাবে আপনারা সম্ভবত এটাও জানেন যে, ফিলিস্তিনি মুজাহিদরা যে অস্ত্রশস্ত্র কেনেন, সেগুলোর বেশিরভাগই ইহুদিদের মাধ্যমে কেনেন!!

সুতরাং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করতে পারে। তা ছাড়া পশ্চিমাদের এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে, ইসরায়েলে তাদের যে স্বার্থ নিহিত আছে, তারচেয়ে অনেক বেশি স্বার্থ মুসলিম দেশগুলোতে বিদ্যমান।

তৃতীয় উপকারিতা

বয়কটের ফলে বিদেশি পণ্যের বিকল্প দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়ে যাবে। এর ফলে দেশীয় পণ্যের মানও বাড়বে। ফলে মুসলিম উম্মাহর সম্পত্তি অন্য দেশে চলে না গিয়ে নিজেদের কাছেই থাকবে, নিজেদের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

এটা একটা চূড়ান্ত ও কেন্দ্রীয় বিষয়। এটা কোনো প্রান্তিক বিষয় নয়। যে জাতি নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না, নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্যের অধিকারী হতে পারে না, তারা নিজেদের সিদ্ধান্তেরও অধিকারী হতে পারে না।

বয়কটের বিষয়টা কেবলই ইহুদি ও আমেরিকান কোম্পানিগুলোর লোকসানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা একটা জাতিগঠনের বিষয়, একটা জাতির জীবনের ব্যাপার।

আচ্ছা, মুসলিম উম্মাহ এবং চীনা ও জাপানিদের মধ্যে কী পার্থক্য?! তারা নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সব ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে পারলে আমরা কেন পারব না?! অথচ তারা আমাদের চেয়ে উত্তম পথ ও পন্থার অধিকারী নয় এবং আমাদের জনগণের চেয়ে ভালো জনগণেরও অধিকারী নয়। আর মুসলিমদের এবং চীনা-জাপানিদের পরিবেশ-পরিস্থিতি সমান হলে মুসলিমদের জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের তুলনায় অনেক এগিয়ে

যাবে। তাহলে আমরা কেন এমন একটা পরিবেশ তৈরি করছি না, যা আমাদের মুসলিম জাতিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলবে?!

পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে চীন ও জাপানের যাত্রাটা খুব বেশি আগের নয়। তারা প্রথমে ছোট ছোট দেশীয় পণ্য উৎপাদন শুরু করে এবং বহির্বিশ্ব থেকে পণ্য আমদানি কমিয়ে দেয়। পশ্চিমা পণ্যের তুলনায় তাদের পণ্যের মান কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জনগণ প্রথম থেকেই দেশীয় পণ্যের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। দিন অতিবাহিত হয়। আর আস্তে আস্তে তাদের পণ্যের মান অনেক অনেক বেড়ে যায়।

তিন দশক আগে জাপানি গাড়িগুলো কেবল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই চলত। আর আজ...? জাপানি গাড়িগুলো আমেরিকায় এক নম্বর স্থানে রয়েছে!

তবে শুধু পণ্য উৎপাদন করে মার্কেট ধরে ফেলার স্বপ্ন দেখলেও হবে না। এখানে দেখতে হবে, একজন ভোক্তা, একজন ক্রেতা কী চায়? একজন ভোক্তা চায় পণ্যের যথাযথ মান এবং অনুকূল দাম। আর এতে সন্দেহ নেই যে, বহির্বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত পণ্যগুলোর মানও অনেক ভালো হয়ে থাকে এবং দামও কম হয়ে থাকে। তাদের পণ্যের মান ভালো হওয়ার কারণ তো বুঝে আসছে—উন্নত প্রযুক্তি, সূক্ষ্ম পদ্ধতি, বিরাট বিরাট কারখানা এবং পর্যাপ্ত দক্ষতার ফলে তাদের পণ্য মানসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু দেশীয় পণ্যের তুলনায় তাদের পণ্যের দাম কম হয় কী করে? পৃথিবীর শেষ প্রান্তের একটা দেশ থেকে আমাদের দেশে পণ্য আসে; (পথে কত খরচ) অতঃপর সেই পণ্যটা আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় কম দামে পাওয়া যায়!! চীনের পণ্যগুলো তো আমাদের চোখের সামনেই!

এই এত মূল্যহ্রাস, এত কম দামে বিদেশি পণ্যগুলো পাওয়ার কারণ কী? এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—

➢ সস্তা শ্রমশক্তি। তবে আমাদের দেশেও শ্রমশক্তি খুব বেশি ব্যয়বহুল বলে আমি মনে করি না।

➢ তারা বেশি বিক্রি করার জন্য মুনাফার পরিমাণ কম ধরে। এটা ব্যবসার একটা বহুল প্রচলিত নিয়ম। এই পদ্ধতিটা আমাদের দেশেও অনেক কাজে লাগানো হয়।

➢ তারা প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে থাকে, যা একইসঙ্গে তাদের ব্যয় ও মুনাফার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পণ্যের চাহিদাহীনতার ভয়ে আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো এমনটা করতে সক্ষম হয় না। (তাই উদাহরণত বিদেশি কোম্পানিগুলো প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করার ফলে তাদের পণ্যপ্রতি এক টাকা খরচ হলে দেশীয় কোম্পানিগুলো কম পরিমাণে উৎপাদন করার কারণে তাদের পণ্যপ্রতি দুই টাকা খরচ হয়ে যায়। ফলে দেশি পণ্য বিদেশি পণ্যের তুলনায় কম দামে বিক্রি করাটা সম্ভব হয় না।)

এখানেই বয়কটের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ পায়। আমরা যদি আমদানিকৃত পণ্যগুলোকে বয়কট করি, তাহলে দেশীয় কোম্পানিগুলো কয়েকগুণ বেশি পণ্য উৎপাদন করতে উৎসাহিত হবে। (আর প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের ফলে যেহেতু পণ্যপ্রতি খরচ কমে যাবে, তাই) দেশীয় পণ্যের চড়ামূল্যও কমে যাবে। এরপর দেশীয় এই কোম্পানিগুলো যখন দেখবে, গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন না করলে তারা বিক্রি করতে পারবে না, তখন তারা পণ্যের মান বাড়ানোর প্রতিও দৃষ্টি দেবে।

তবে এতসব বিশ্লেষণের পরও আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে, বিষয়টা অত সোজা না। বয়কটের সাথে সাথেই মুসলিমদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়ে যাবে না, অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে না। তবে এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা প্রয়োজন—

- মুসলিম উম্মাহর অনেকেই মানসিক পরাজয় ও হীনম্মন্যতার শিকার। এই মানসিক পরাজয় ও হীনম্মন্যতার ফলে অনেক মুসলিম বিশ্বাসই করে না যে, পশ্চিমা পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো দেশীয় পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। এখানে আমার এক বন্ধুর ঘটনা উল্লেখ করছি। সে একবার আমার সাথে আমেরিকায় ছিল। সেখানকার বিরাট একটা শপিংমলে সে একটা জামা কিনতে গেল। তার পছন্দের একটা জামা কিনে নিলো। কিন্তু ঘরে আসার পরই প্রকাশ হয়ে গেল যে, জামাটা মিসরে তৈরি (Made in Egypt)! সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এলো। সে অনুভব করছিল যে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে! (না হয় আমেরিকার বাজারে তাকে কেন মিসরি জামা ধরিয়ে দেবে!) আমি একইসঙ্গে আনন্দিত ও ব্যথিত হলাম। আনন্দিত হওয়ার কারণ, মিসরি পণ্য খোদ আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকান ও পশ্চিমা পণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে! আর ব্যথিত হওয়ার কারণ, কঠিন মানসিক পরাজয়, যার শিকার আমার বন্ধু! আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করা প্রয়োজন, আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন, আমাদের দেশ, পরিবার, সমাজ ও শ্রমিকদের ওপরও আস্থা রাখা দরকার। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের পণ্যের ওপরও আমাদের আস্থা তৈরি হবে।
- বয়কটের উপকারিতার অর্থ এটা নয় যে, আমাদের দেশীয় পণ্য খুব দ্রুতই পশ্চিমা পণ্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে, সকল বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখতে পারবে। এটা এত দ্রুত সম্ভব নয়। মুসলিম ভোক্তাদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, তারা যদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে একটা শক্তিশালী জাতি চান, তবে শুরুতে তাদেরকে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে; উৎকৃষ্ট মানের পণ্যের তুলনায় কিছুটা দুর্বল পণ্যই গ্রহণ করতে হবে; কিছুটা ত্যাগস্বীকার করতে হবে, কুরবানি করতে হবে। এই ত্যাগস্বীকারের বদলে ইনশাআল্লাহ পরকালে প্রতিদান পাওয়া যাবে।

- বিদেশি পণ্যের বিকল্প দেশীয় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কথাটা আমি দেশীয় বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন কোম্পানি ও কারখানার মালিকদের উদ্দেশে বলছি—আপনারা বিরাট বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। এই ঝুঁকিটাও সম্পূর্ণ আপনাদের, এর লাভও আপনাদের। আপনারা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের পরকালের প্রতিদানও বাড়বে এবং দুনিয়ার মুনাফাও অনেক বেড়ে যাবে।

মুসলিম উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ—

আমি আশা করি, আপনারা ছোট আকারে হলেও উম্মাহর উপকারী পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করবেন।

- বিভিন্ন ধরনের নানান রঙের দুধ, চিপস, চকলেট, চুইংগাম ইত্যাদি উৎপাদনের পরিবর্তে আসুন আমরা হাসপাতালের জরুরি জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার এবং ইলেকট্রনিকস জিনিসপত্র ও কাগজ উৎপাদন করার প্রতি মনোযোগী হই।

- রকমেলন, স্ট্রবেরি, পাইনবেরি, ড্রাগনফল ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের ফল চাষ করার পরিবর্তে আসুন আমরা ধান, গম, ভুট্টা, আলু ও তোলা চাষ করি।

- স্টক এক্সচেঞ্জে ফিল্ম ও ধারাবাহিক নাটক তৈরিকারী কোম্পানির, মদ তৈরিকারী কোম্পানির কিংবা ব্যাংকের শেয়ার কেনার পরিবর্তে আসুন আমাদের টাকা পেট্রোল কোম্পানি, আয়রন, ঘি, ওষুধ ও আটা-ময়দা তৈরিকারী কোম্পানিতে কাজে লাগাই।

- চা, ক্যাফেটেরিয়া কিংবা বিলিয়ার্ড খেলার হলঘর বানানোর পরিবর্তে আসুন আমাদের জমি চাষাবাদ উপযোগী করি, মাছ চাষ করি কিংবা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঐকান্তিক কোনো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি।

- ইসরায়েল বা আমেরিকার পণ্য আমদানি করার পরিবর্তে, আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে (আমদানি যদি করতেই হয়) আসুন আমরা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, আলজেরিয়া ইত্যাদি মুসলিম দেশ থেকে পণ্য আমদানি করি।

দেশীয় বিনিয়োগকারী ও কোম্পানির মালিকদের উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কথা—

- আমার আশা, আপনারা অত্যন্ত যত্নের সাথে কাজ করবেন, যেকোনো পণ্য উৎকৃষ্ট মান বজায় রেখে তৈরি করবেন। আপনাদের পণ্যের মানহীনতার কারণে

সাধারণ মুসলিমরা যেন বিপদে না পড়ে, তাদেরকে যেন পূর্ব বা পশ্চিমের কোনো কাফের রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হতে না হয়।

- আমার আশা, আপনারা পণ্যের মূল্য যথাসম্ভব কম রাখবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের মুনাফা আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে।
- আমি আশা করব, আপনারা আমাদের শ্রমিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন; বেশি বেশি উৎপাদনের ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করবেন, পুরস্কৃত করবেন; একজন সাধারণ শ্রমিকের সাথেও হাসিমুখে কথা বলবেন; আপনাদের ক্রেতা এবং ডিলার বা প্রতিনিধিদের সাথেও এমন ভালো ব্যবহার করবেন। কারণ, অনেক মানুষ আমাদের কিছু দেশীয় কোম্পানির রুক্ষ আচরণ এবং ভিনদেশি কোম্পানিগুলোর সুন্দর আচরণের প্রতিও লক্ষ রাখে।

সারকথা হচ্ছে, আমরা আমেরিকান ও ইহুদি পণ্যকে বয়কট করতে চাই। সাথে সাথে আমাদের দেশীয় পণ্যের উৎপাদন, মানবৃদ্ধি এবং ব্যবহার বাড়িয়ে দিতে চাই। শুরুতে মুসলিমদেরকে অবশ্যই একটু ত্যাগস্বীকার করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। (একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে, দেশীয় পণ্যেই আমাদের জীবন ভালোরকম চলবে।)

চতুর্থ উপকারিতা

আমাদের দেশ যদি কোনো সময় অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয়, তবে কী হবে আমাদের অবস্থা? একেবারে তুচ্ছ কারণেও কিন্তু অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হওয়া সম্ভব! অর্থনৈতিক অবস্থা সব সময় স্থিতিশীল থাকাটা অসম্ভব। ইরাকিরা প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিল, অনেক নিয়ামত ভোগ করেছিল। অতঃপর একদিন চোখের পলকে তাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা তাদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে দিলেন। একইভাবে লিবিয়া; পৃথিবীর সব দেশের সাথে লিবিয়ার ভালো সম্পর্ক ছিল। অতঃপর একদিন স্কটল্যান্ডের লকারবাই অঞ্চলে একটি বিমান ভূপাতিত হলো। ভূপাতিত হওয়ার জন্য লিবিয়ার দুই ব্যক্তিকে দায়ী করা হলো। ব্যস, লিবিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করা হলো। অনেক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। কে জানে, আগামীতে পৃথিবীতে কী ঘটবে?! কাফেররা যেকোনো ছুতো ধরে যেকোনো মুসলিম ভূখণ্ডকে অবরোধ করতে পারে!

তাই পশ্চিমা পণ্যের ওপর আমাদের ভরসা না করাটাই প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবি। কারণ, মুসলিম রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তখন তো এসব পশ্চিমা পণ্য আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর অবরোধের শিকার না হলেও এসব কোম্পানি নিজ থেকেই যদি আমাদের দেশীয় বাজার ছেড়ে চলে যায়, তবে কী ঘটবে?!

এরচেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমা শপিংমলগুলোর মতো যদি আরও বিশাল বিশাল সুপার মার্কেট গড়ে ওঠে এবং এসব সুপার মার্কেটের পাশে থাকা আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীরা (বিক্রি না হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে) নিজেদের দোকান বন্ধ করে দেয়, আর এর পরই অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে হঠাৎ করে পশ্চিমারা আমাদের দেশ থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে যায়, তখন কী ঘটবে? তখন তো আমাদেরকে না খেয়ে মরতে হবে! (কারণ, দেশীয় মার্কেটগুলো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা দেশীয় পণ্যও কিনতে পারব না।) এটা নিশ্চিত ভয়াবহ বিপদ!

আমার ধারণা, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ যদি অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয়, তবে প্রথমেই হাসপাতালগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। সে সময় হাসপাতালে কোনো অপারেশন টেবিল থাকবে না, ব্যান্ডেজ থাকবে না, সুই থাকবে না, অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম থাকবে না, সিরিঞ্জ থাকবে না, নল থাকবে না, কাটার থাকবে না। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের কাফের দেশগুলোর ওপর এত লাঞ্ছনাকর অপমানজনক ভরসা কেন? কেন তাদের ওপর এতটা আস্থা?

কেন মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে না? কেন নিজেরা একে অপরকে সাহায্যের চেষ্টা করছে না?

- ✓ পাকিস্তানের রয়েছে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম তৈরির বিরাট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ কেন পাকিস্তানের কাছ থেকে শিখছে না? কেন তাদের সরঞ্জাম আমদানি করছে না?
- ✓ আলজেরিয়ার আছে নদীর ওপর সেতু ও বাঁধ নির্মাণ করার প্রচুর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। মুসলিমরা তাদের কাছ থেকে শিখুক, তাদের প্রযুক্তি আমদানি করুক। (যদিও তাদের উৎপাদনক্ষমতা মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন খুব একটা মেটাতে পারবে না; তবে মুসলিম বিনিয়োগকারীরা যদি নিজেদের সম্পত্তি আমেরিকান ও ইউরোপীয় ব্যাংকগুলোতে রাখার পরিবর্তে এসব কাজে বিনিয়োগ করে, তাহলে আলজেরিয়া সকল মুসলিম দেশে কাজ করতে সক্ষম হবে।)
- ✓ কাগজ, বস্ত্র, লোহা ইত্যাদি তৈরিতে মিসরের রয়েছে বিরাট দক্ষতা। এই দক্ষতা থেকে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ কেন উপকৃত হচ্ছে না?!

অতএব, বয়কট আমাদেরকে আগামী অবরোধের জন্য প্রস্তুত করবে, আমাদেরকে ইতিবাচকভাবে তৈরি করে তুলবে। অবরোধ একটা ঐতিহাসিক সত্য বিষয়, একটা প্রাচীন রাজনৈতিক বিষয়। যেমনটা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতেও দেখেছি। কোনো যুগেই অবরোধের শিকার হওয়াটা অসম্ভব নয়। অবরোধ হবে না বলে অনুমান করে বসে থাকাটা বিচক্ষণতা নয়।

পঞ্চম উপকারিতা

বয়কট সর্বদা মুসলিমদের প্রকৃত শত্রুর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। একইভাবে মুসলিমদের প্রকৃত বন্ধুর সাথেও স্পষ্টভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে। এর ফলে হক ও বাতিল পৃথক হয়ে যাবে, বন্ধু ও শত্রু আলাদা হয়ে যাবে।

মানুষ অভ্যাসগতভাবে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে, পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার সাথে সবকিছু ভুলে যায়। কোনো জালেম একদিন আপনার সামনে এসে মুচকি হাসি দিয়ে আপনার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, আপনার সাথে কোলাকুলি করতে পারে। অথচ তখনও সে তার জুলুম অব্যাহত রাখছে। কিন্তু সে তার জুলুমকে মুচকি হাসি ও ভালোবাসার পেছনে লুকিয়ে রাখার কারণে লোকেরা তা ভুলে যায়!

এমনটাই ঘটেছিল, যখন মেনাখেম বেগিন (ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী) মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ সবাই জানে যে, সে-ই দেইর ইয়াসিন গণহত্যা ঘটিয়েছে। তার বাহিনী তখনও দখলকৃত শহরে অবস্থান করছে। কিন্তু লোকেরা তা ভুলে গেল। তারা তাকে একজন শান্তিকামী লোক হিসেবে দেখল। এর কিছুদিন পরই পাপী খুনিটা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেল! মুসলিমরা সেই বিরাট মিথ্যাকে বিশ্বাস করল!

অব্যাহত বয়কট আমাদেরকে একটা সতর্ক অবস্থানে পৌঁছে দেবে। তখন সময় যতই বদলে যাক, পরিস্থিতি যতই পাল্টে যাক, তবু আমরা আমাদের শত্রুদের ভুলব না। অব্যাহত বয়কট আমাদের সন্তানদেরকে শত্রুদের চিনে নেওয়ার মতো করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহায্য করবে। এই উপকারিতার কথা বুদ্ধিমান কারও কাছেই গোপন নয়।

ষষ্ঠ উপকারিতা

এই বয়কট ইহুদি, আমেরিকান ও পশ্চিমা সবকিছুর অন্ধভক্তি থেকে রেহাই দেবে, যা লোকদের ওপর চেপে বসেছে। এই অন্ধভক্তি মানুষের ওপর এতটা ব্যাপক আকারে চেপে বসেছে যে, পশ্চিমা পণ্যদ্রব্য বা পণ্যদ্রব্য ছাড়াও সবকিছু এমনকি পশ্চিমা ব্যক্তি বা চিন্তাচেতনার প্রতিও এক শ্রেণির লোকের অন্ধভক্তি তৈরি হয়ে গেছে। এসব লোকের দৃষ্টিতে আমেরিকান লোকেরা গভীর দৃষ্টি, শক্তিশালী স্বভাব, প্রখর মেধা, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ, চতুরতা এমনকি প্রচুর সহানুভূতি ও স্নেহ-মমতার অধিকারী!

অব্যাহত বয়কট ইনশাআল্লাহ অনেককেই এই ভয়াবহ অন্ধভক্তি থেকে রেহাই দেবে। উম্মাহ জানতে পারবে যে, তারা আমেরিকা ছাড়াও, এমনকি পুরো পশ্চিমা বিশ্বকে ছাড়াও বেঁচে থাকতে সক্ষম। এটা তখনই সম্ভব হবে, যদি মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমাদের ছাড়াই বেঁচে থাকতে চায়।

সপ্তম উপকারিতা

বয়কট মুসলিম জনগণের মনোবল বাড়িয়ে দেবে। বয়কটের ফলে যখন মুসলিমরা প্রচুর সাফল্য দেখবে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল অনেক বেড়ে যাবে।

✓ যখন আপনি দেখবেন, বিশাল একটা বিদেশি কোম্পানি, যার রয়েছে অনেকগুলো শাখা, প্রচুর কর্মী, অঢেল ধনসম্পত্তি ও অফুরন্ত ক্ষমতা; যখন আপনি দেখবেন, বয়কটের ফলে এত বিরাট কোম্পানি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও বুদ্ধিমান-সতর্ক জনগণের বয়কটের সিদ্ধান্তকে বদলাতে না পেরে, নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন আপনার মনোবল অনেক বেড়ে যাবে! আল্লাহর কসম! এটা সুনিশ্চিত সফলতা।

✓ যখন আপনি খাবারের জন্য আমেরিকান কোনো দোকানে গিয়ে দেখবেন, তা জনমানবহীন-নির্জন, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; অপরদিকে দেশীয় খাবারের দোকানগুলোতে প্রচুর ভীড়... এটা কি বিজয় নয়?! এটা কি বয়কটের সফলতা নয়?!

✓ যখন আপনি পশ্চিমা কোনো শপিংমল বা সুপার মার্কেট থেকে মূল্যছাড়, উপহার এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পার্টির মাধ্যমে গ্রাহক সংগ্রহের আহ্বান দেখবেন, আর আমাদের কিছু লোকের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এবং কারও কারও এসব ছাড়, উপহার ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শুধু বয়কটের কারণে এসব পশ্চিমা শপিংমলকে উপেক্ষা করতে এবং তা থেকে দূরে থাকতে দেখবেন; যখন আপনি এমন চিত্র দেখবেন, তখন জেনে রাখুন, মুসলিম জনগণ নিজেদের কাজে সফল!

✓ যখন আপনি পড়বেন, প্রথম ইন্তিফাদা চলাকালীন মাত্র কয়েক সপ্তাহে আমেরিকার একটা প্রসিদ্ধ খাবারের দোকান মধ্যপ্রাচ্যে তাদের স্বাভাবিক আয়ের প্রায় ৩৫% লোকসান দিয়েছে, তখন জেনে রাখুন যে, উম্মাহর সাফল্যের জন্য এটা একটা ভালো পরিমাণ।

এভাবেই বয়কটের মাধ্যমে উম্মাহ এক ধরনের বিজয় উপভোগ করবে; এক ধরনের সফলতা দেখতে পাবে, যার খুবই প্রয়োজন।

অষ্টম উপকারিতা

বয়কট অব্যাহত থাকলে মুসলিমদের শত্রুদের মাঝে ভীতি ও আতঙ্কের অবস্থা সৃষ্টি হবে; অপরদিকে মুসলিমদের মাঝে গৌরব ও বিজয়ের অনুভূতি তৈরি হবে।

বয়কটের ফলে মুসলিমদের শত্রুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরাজয় অনুভব করবে; যখন তারা সকল মুসলিম ভূখণ্ডের মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য দেখতে পাবে, তখন তারা ভীতি ও অস্থিরতা অনুভব করবে; যখন তারা (তাদের পণ্যসামগ্রীর প্রতি মুসলিমদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও) মুসলিম উম্মাহর বয়কটের দৃঢ় সংকল্প দেখবে, তখন তারা লাঞ্ছনা অনুভব করবে; ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানের সামনে তারা স্পষ্ট অপমান অনুভব করবে।

এই সবগুলোই বিজয়ের লক্ষণ। আমাদের শত্রুদের মানসিক পরাজয় বড় ধরনের একটা পরাজয়। আমাদের মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই বলেছেন, 'এক মাসের দূরত্বে থেকেও (শত্রুর মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।'[৪৩]

নবম উপকারিতা

বয়কট প্রবৃত্তির জন্য বিরাট এক দীক্ষা, বয়কট মহান এক আত্মিক প্রশিক্ষণ। মন যা চায়, যেসব পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করতে চায়, বয়কটের মাধ্যমে মনকে সেসব থেকে বঞ্চিত রাখা—এ যেন রোজার চিন্তাধারার মতোই। রমজানের দিনে আপনি খাবার ও পানীয় থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অথচ খাবার ও পানীয় মূলত হালাল বস্তু। (কিন্তু আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে আপনি হালাল থেকেও বিরত থাকছেন।) যদি আপনি হালাল বস্তু থেকেও বিরত থাকতে পারেন, তবে হারাম থেকে বিরত থাকতে তো আপনি আরও বেশি সক্ষম। এটা এক ধরনের আত্মিক দীক্ষা।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মিষ্টান্ন খেতেন না। অথচ মিষ্টান্নের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। আর মিষ্টান্ন কোনো হারাম বস্তুও নয়। কিন্তু তিনি নিজেকে দীক্ষা দিতেন, 'কঠিন হও; কারণ, নিয়ামত সব সময় থাকে না।'

আমরা আমাদের জীবনের দৈনিক রুটিন ভেঙে ফেলতে চাই, আমাদের প্রবৃত্তিকে দমন করতে চাই এবং আমাদের মনের ওপর জয়ী হতে চাই।

আল্লাহর কসম, বয়কটের মাধ্যমে আমরা যদি আত্মীক দীক্ষার এই মহান শিক্ষা অর্জন করতে পারি, তবে এটি হবে আমাদের এমন এক অর্জন, ইতিপূর্বে আলোচিত অর্জনগুলো যার সমকক্ষ হতে পারবে না।

দশম উপকারিতা

দশম এই উপকারিতার মাধ্যমেই আমি বয়কটের উপকারিতাগুলোর আলোচনা শেষ করছি। আমি মনে করি, এই দশটি উপকারিতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূরণ উপকারিতা

---

[৪৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৫ ও ৪৩৮; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪৩২।

হচ্ছে এটি। আর তা হচ্ছে—ইসলাম ও মুসলিমদের সাহায্যের ক্ষেত্রে, আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের সহায়তার ক্ষেত্রে, মুসলিমদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং মুসলিম উম্মাহর আত্মিক দীক্ষার ক্ষেত্রে—এই সব ক্ষেত্রে আমাদের খাঁটি নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে আমরা আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাই, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছ থেকে বিজয় প্রত্যাশা করি এবং তাঁর সন্তুষ্টি, রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি।

এই সবগুলো উপকারিতা ছাড়াও বয়কটের ব্যাপারে রয়েছে অনেক ফতোয়া। অনেক ফকিহ-আলিম বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহুদি ও আমেরিকান পণ্য কেনা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তেমনিভাবে এসব পশ্চিমা সুপার মার্কেট ও শপিংমলের পক্ষে কোনো কিছু প্রকাশ করা বা তাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করাও হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই, হতে পারে, বয়কটের সাওয়াবটুকুই কিয়ামতের দিন আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করে দেবে। সেই দিন, যে দিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।' [সুরা শুআরা : ৮৮-৮৯]

এই সবগুলো কারণে (এ ছাড়া আরও কারণ থাকতে পারে) আমি মনে করি, বয়কট হচ্ছে সেসব অপরিহার্য হাতিয়ারের অন্যতম, যেগুলোর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সকল মুসলিমের ওপর আবশ্যক। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন, আমাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের সবার নেকির পাল্লা ভারী করে দেন।